Indian Journal of Modern Research and Reviews

This Journal is a member of the *'Committee on Publication Ethics'*

Online ISSN:2584-184X

Research Article

ধ্বনি পরিবর্তন

সুবিনয় বর

ফলতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Corresponding Author: *সুবিনয় বর

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.20095435

Abstract

যেকোনো ধরনের আওয়াজকেই আমরা ধ্বনি হিসেবে চিহ্নিত করে থাকি। অনেক সময় মেঘের ডাক, পাখির কুহু কুহু ঝরনার মন মাতানো সুরে ঝরতে থাকার ধ্বনি, সেতারের টুংটাং নদীর বয়ে চলার ধ্বনি কিংবা আমাদের প্রাত্যহিক ব্যবহারিক জীবনে নানাবিধ ধ্বনির সাথে পরিচিত হতে হয়। এগুলিকেই সাধারণভাবে ধ্বনি বলা হয়ে থাকে। আবার আমরা যেসব কথাবার্তা বলে থাকি তাকেও ধ্বনি বলা হয়। ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত যে মূল আওয়াজগুলি মানুষের ভাষার প্রধান উপাদান সেগুলিকে ধ্বনি বলে। . যেমন বাতাসা এই শব্দটি যখন আমরা ব্যবহার করি সেখানে- ব্ + আ + ত্ + আ + স্+আ এই ধ্বনি গুলি আমরা ব্যবহার করে থাকি। ধ্বনির লিখিত রূপ হল বর্ণ এবং বর্ণের উচ্চারিত রূপ হলো ধ্বনি। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি চিন্তাধারা বহমান নদীর স্রোতের সাথেই সঙ্গতি রেখে পরিবর্তিত হতে থাকে। ভাষার ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ উপাদান ধ্বনিও ভৌগোলিক, পারিপার্শ্বিক ভাষার বাগযন্ত্রের ত্রুটি, দ্রুত উচ্চারণ করা প্রবণতা, কঠিন বিষয়কে অপেক্ষাকৃত সহজ করে উচ্চারণের প্রয়াস,আবেগ প্রবণতা, সামাজিক অবস্থা ইত্যাদি নানাবিধ কারণে ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে থাকে। শব্দের আদিতে, মধ্যে বা অন্ত্যে স্বরধ্বনির আগমন ঘটলে সাধারণভাবে আমরা এই প্রক্রিয়াকে স্বরাগম বলতে পারি। আবার শব্দের আদিতে, মধ্যে কিংবা শেষে ব্যঞ্জনধ্বনির আগমন ঘটলে তাকে ব্যঞ্জনাগম বলে। আবার শব্দের আদিতে, মাঝে এবং শেষে স্বরধ্বনি কিংবা ব্যঞ্জনধ্বনির লোপ পেলে তাকে স্বরলোপ এবং ব্যঞ্জনলোপ বলে। শব্দের মধ্যে ই কিংবা উ- কারকে সেই ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্বে উচ্চারণের রীতিকে অপিনিহিতি বলে। শব্দ মধ্যস্থ একটি স্বরধ্বনি যেমন অন্য একটি স্বরধ্বনির প্রভাবে পরিবর্তন হয় তাকে স্বরসঙ্গতি বলে। ব্যঞ্জনসংঙ্গতি বা সমীভবন এবং ধ্বনি বিপর্যয় ও ধ্বনি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2584-184X
- **Received:** 03-04-2026
- **Accepted:** 25-04-2026
- **Published:** 09-05-2026
- **MRR:**4(5); 2026: 29-32
- **©2026, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Article

সুবিনয় বর, ধ্বনি পরিবর্তন. Indian J Mod Res Rev. 2026;4(5):29-32.

Access this Article Online

www.mrrjournal.in

KEYWORDS: ধ্বনি, সমীভবন, অপিনিহিতি, স্বরসঙ্গতি, স্বতোনাসিক্যভবন,ধ্বনি বিপর্যয়

© 2026 সুবিনয় বর. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

INTRODUCTION

আমরা আগেই জানতে পারলাম ধ্বনি, পরিবর্তন নানা কারণে হয়ে থাকে। আলোচনা সুবিধার জন্য ধ্বনি পরিবর্তনের বা রূপান্তরের রীতি বা নিয়মের মধ্যেও নানা বৈচিত্র রয়েছে। ধ্বনি পরিবর্তনের রীতি গুলি কি প্রধানত চারটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। সেগুলি হল - ১.

1. ধ্বনির আগম
2. ধ্বনির লোপ
3. ধ্বনির রূপান্তর এবং
4. ধ্বনির স্থানান্তর বা স্থান বদল।

ধ্বনির আগমনকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। স্বরাগম এবং ব্যঞ্জনাগম। শব্দের আদিতে, মধ্যে কিংবা শেষে স্বরধ্বনির আগমন ঘটলে ধ্বনি পরিবর্তনের এই রীতিকে স্বরাগম বলা হয়ে থাকে। স্বরাগমকে সাধারণত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়,যেমন- আদি স্বরাগম, মধ্য স্বরাগম এবং অন্ত্যস্বরাগম। উচ্চারণের সুবিধার জন্য যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্বে বা আগে একটি স্বরধ্বনির আগমন ঘটলে, একেই আদি স্বরাগম বলে। যেমন- স্কুল > ইস্কুল। আলোচ্য উদাহরণটিতে আমরা দেখতে পাই যে যুক্ত ব্যঞ্জন " স্ক"এর আগে " ই "স্বরধ্বনির আগমন ঘটেছে শুধুমাত্র উচ্চারণের সুবিধার জন্যই। আবার ঠিক একই রকম ভাবে উচ্চারণের সুবিধার জন্য শব্দের মধ্যে বা মাঝে যখন স্বরধ্বনির **আগমন ঘটে তাকে বলে মধ্য স্বরাগম। যেমন :**

শ্লোক > শোলোক
(শ্ +ল +ও+ ক্) > শ্+ও+ ল্ +ও+ ক্

উপরিউক্ত উদাহরণটিতে শব্দের মধ্যে একটি ধ্বনির আগমন পরিলক্ষিত হয়েছে। তাই এটি মধ্য স্বরাগম হয়েছে। আবার শব্দের শেষে বা অন্ত্যে স্বরধ্বনির আগমন ঘটলে তাকে অন্ত্য-স্বরাগম বলে। যেমন- বেঞ্চ > বেঞ্চি- আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারি যে উদাহরণটিতে শব্দের শেষে স্বরধ্বনি " ই" কার এর আগমন ঘটেছে।

উচ্চারণের সুবিধার জন্য শব্দের আদিতে,মাঝে, কিংবা শেষে ব্যঞ্জনধ্বনির আগমন ঘটলে ধ্বনি পরিবর্তনের এই রীতিকে বলে ব্যঞ্জনাগম। ব্যঞ্জনাগমকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়।যথা- আদি ব্যঞ্জনাগম, মধ্য ব্যঞ্জনাগম, এবং অন্ত্য ব্যঞ্জনাগম। শব্দের আদিতে ব্যঞ্জনধ্বনির আগমন ঘটলে তাকে আদি ব্যঞ্জনাগম বলে।2. যেমন- ওঝা > রোজা উদাহরণটিতে" র " ব্যঞ্জন ধ্বনির আগমন ঘটেছে শব্দের আদিতে তাই এখানে আদি ব্যঞ্জনাগম ঘটেছে। আবার শব্দের মাঝে ব্যাঞ্জনের আগমন ঘটলে ধ্বনি পরিবর্তনের এই রীতিকে বলে মধ্য ব্যঞ্জনাগম। যেমন- অম্ল > অম্বল, একই রকম ভাবে উদাহরণটিতে "ব" ব্যঞ্জনবর্ণটির শব্দের মাঝখানে আগমন ঘটেছে। জমি >- উদাহরণটিতে " ন" ব্যঞ্জনধ্বনি শব্দের শেষে যুক্ত হয়েছে বা আগমন ঘটেছে। তাই এখানে অন্ত্য ব্যঞ্জনাগম ঘটেছে।

শব্দের আদিতে, মাঝে, কিংবা শেষে যদি স্বরধ্বনির লোপ পায় তাকে স্বরলোপ বলে। স্বরলোপকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- আদি স্বরলোপ, মধ্য স্বরলোপ এবং অন্ত্য স্বরলোপ। উচ্চারণের সুবিধার জন্য শব্দের আদিতে অবস্থিত স্বরধ্বনি লোপ পেলে তাকে স্বরলোপ বলে ।৩. যেমন- অলাবু> লাউ > লাউ। এখানে শব্দের আদিতে উপস্থিত "অ" স্বরধ্বনিটি লোপ পেয়েছে, তাই এখানে আদি স্বরলোপ হয়েছে। শব্দের মধ্যে বা মাঝের স্বরধ্বনি যমন লোপ পায় তাকে মধ্য স্বরলোপ বলে। যেমন-জানালা > জানালা, নারিকেল > নারকেল, আলোচ্য উদাহরণ দুটিতে মধ্যবর্তী স্বরধ্বনি যেমন- "আ" এবং . "ই" লোপ পেয়েছে। তাই এখানে মধ্য স্বরলোপ হয়েছে। আবার শব্দের শেষে উপস্থিত স্বরধ্বনি লোপ পেলে তাকে অন্ত্য স্বরলোপ বলে। ৪. যেমন- রাশি > রাশ ,. উদাহরণটিতে স্পষ্ট তুই আমরা বুঝতে পারছি যে শব্দের শেষের "ই"স্বরধ্বনিটি লোপ পেয়েছে, তাই এখানে অন্ত্য স্বরলোপ হয়েছে।

স্বরলোপের পরেই আসে ব্যঞ্জন লোপের প্রসঙ্গ। উচ্চারণের সুবিধার জন্য শব্দের আদিতে, মাঝে, কিংবা শেষে ব্যঞ্জনধ্বনির লোপ হলে তাকে ব্যঞ্জনলোপ বলে। ব্যঞ্জন লোককে তিন ভাগে ভাগ করা হয়।- আদি ব্যঞ্জনলোপ,মধ্য ব্যঞ্জনলোপ এবং অন্ত্যব্যঞ্জন লোপ।

উচ্চারণের সুবিধার জন্য শব্দের আদিতে অবস্থিত ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেলে তাকে আদি ব্যঞ্জন লোপ বলে। যেমন,- স্থান > থান, স্ফটিক > ফটিক, উদাহরণ গুলিতে শব্দের আদিতে অবস্থিত ব্যঞ্জনধ্বনি যেমন " স" এবং "স" লোপ পেয়েছে। আবার শব্দের মাঝে অবস্থিত ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেলে তাকে মধ্য ব্যঞ্জনলোপ বলে। যেমন- ফাল্গুন > ফাগুন, গোষ্ঠ > গোঠ ইত্যাদি। উদাহরণ দুটিতে শব্দ মধ্যস্থ "ল" এবং "ষ " লোপ পেয়েছে,তাই মধ্য ব্যঞ্জন লোপ হয়েছে এখানে। শব্দের শেষে অবস্থিত ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেলে তাকে আমরা অন্ত্য ব্যঞ্জনলোপ বলতে পারি। ৫. যেমন : নাহি > নাই, দধি > দই। উদাহরণ গুলিতে আমরা দেখতে পাই যে শব্দের শেষের ব্যঞ্জন গুলি লুপ্ত হয়েছে,তাই এখানে অন্ত্যব্যঞ্জন লোপ সংঘটিত হয়েছে।

ধ্বনির রূপান্তর পর্বে অপিনিহিতই সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। অপিনিহিতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করার আগে আমরা একটু জেনে নেই অপিনিহিতি শব্দটির অর্থ কি ? অপি = আগে, নিহিতি অথ্যাৎ স্থাপন। অর্থাৎ এক কথায় বললে হয় ওকে নিহিতি মানে আগে স্থাপন। শব্দ মধ্যস্থ " ই "কিংবা "উ " কারকে সেই ব্যঞ্জনধ্বনির আগে স্থাপন করার রীতিকেই অপিনিহিতি বলা হয়। কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে বোঝা যেতে পারে।- ৬. রাতি > রাইত

র্ + আ + ত+ ই > র্ + আ + ই + ত্
আজি > আইজ
আ + জ্ + ই > আ + ই + জ

© 2026 সুবিনয় বর. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

আলোচ্য উদাহরণ দুটিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, শব্দ মধ্যস্থ "ই" কার যে ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত ছিল তার পূর্বে এসে উচ্চারিত হচ্ছে, তাই এখানে অপিনিহিতি হলো।

আপনিহিতির সঙ্গে সঙ্গেই যে ধ্বনি পরিবর্তনের রীতিটির কথা মনে পড়ে সেটি হলো অভিশ্রুতি। অভিশ্রুতি হলো অপিনিহিতির পরের পর্যায়। অপিনিহিতিজাত " ই "কার কিংবা "উ"কার সন্নিহিত ধ্বনিগুলিকে প্রভাবিত করে নিজেও প্রভাবিত হয় কিংবা অভ্যন্তরীণ ধ্বনিতে মিলিত হয়ে ধ্বনি, পরিবর্তন করে একেই বলে অভিশ্রুতি। যেমন-

করিয়া > কইর‍্যা > করে
ধরিয়া > ধইর‍্যা > ধরে
দেখিয়া > দেইখ্যা > দেখে
ভাবিয়া > ভাইব্যা > ভেবে।

শব্দের মধ্যে অবস্থিত দুটি স্বরধ্বনি যখন সঙ্গতিলাভের উদ্দেশ্যে একে অপরের প্রভাবে পরিবর্তিত হয় সেই রীতিকেই স্বরসঙ্গতি বলে। স্বরসঙ্গতিকে আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি। যেমন প্রগত স্বরসঙ্গতি, পরাগত সরসঙ্গতি, এবং অন্যান্য বা পারস্পরিক সরসঙ্গতি। পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী স্বরধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে তাকে, প্রগত স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন: মিথ্যা > মিথ্যে, বিলাতি > বিলিতি, - পূর্ববর্তী "ই" ধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী " আ" ধ্বনিটি পরিবর্তিত হয়ে আধুনিক পরিবর্তিত হয়ে "এ" ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়েছে। পরবর্তী স্বরধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি পরিবর্তিত হলে তাকে পরাগত স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন : দেশি >দিশি - এখানে পরবর্তী স্বরধ্বনি "ই"-কার এর প্রভাবে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি " এ". কার পরিবর্তিত হয়ে পরবর্তী ধ্বনির রুপ লাভ করেছে,তাই এখানে পরাগত স্বর-সঙ্গতি হয়েছে। পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী স্বরধ্বনি পরস্পর পরস্পরের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়,তখন তাকে অন্যান্য বা পারস্পরিক স্বরসঙ্গতি বলে।৭. যেমন: যদু >যোদো,

স্বরসঙ্গতির পরেই আমাদের মনে পড়ে সমীভবন,সমীকরণ বা ব্যঞ্জন সঙ্গতির কথা। শব্দ মধ্যস্থ দুটি ব্যঞ্জনধ্বনি যখন একে অপরের প্রভাবে পরিবর্তিত হয় তখন তাকে ব্যঞ্জন সঙ্গতি বা সমীভবন বলে। সমীভবন তিন প্রকারের যেমন- প্রগত সমীভবন, পরাগত সমীভবন, এবং অন্যান্য বা পারস্পরিক সমীভবন। পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী অসম ব্যঞ্জনধ্বনিটি পরিবর্তিত হয়ে পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের আকার প্রাপ্ত হলে তাকে প্রগত সমীভবন বলে। যেমন- ৮. পদ্ম > পদ্দ, এখানে পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনধ্বনি " দ" এবং পরবর্তী ব্যঞ্জনধ্বনি " ম " পরিবর্তিত হয়ে পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির " দ" ধ্বনির রূপ ধারন করেছে, তাই এখানে প্রগত সমীভবন হয়েছে। পরবর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তিত হয়েছে পরবর্তী ব্যঞ্জনের রূপ ধারন করে, তখন তাকে পরাগত সমীভবন বলে। যেমন- গল্প > গপ্প, এখানে পরবর্তী ব্যঞ্জনের প্রভাবে পূর্ববর্তী " ল" পরিবর্তিত হয়ে " প " ধ্বনির রূপ লাভ করেছে। তাই এখানে পরাগত সমীভবন হয়েছে। ব্যঞ্জনধ্বনির এবং পরবর্তী ব্যঞ্জনধ্বনি যখন পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনধ্বনি উভয়ে একে অপরের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়, তখন তাকে বাঞ্জন সংগতি বলে। যেমন- মহোৎসব > মোচ্ছব।

উচ্চারণের দ্রুততার কারণে কিংবা বিপর্যয় জনিত কারণে শব্দের ধ্বনিগুলি যখন পরস্পর স্থান বিনিময় করে,তাকে ধ্বনি বিপর্যয় বলে। **যেমন- জানালা > জালানা, রিকশা > রিশকা, মুকুট > মুটুক, তলোয়ার** > তরোয়াল, উপরিউক্ত উদাহরণ গুলিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ব্যঞ্জনধ্বনি গুলি পারস্পরিক স্থান বিনিময় বা পরিবর্তন করে উচ্চারিত হয়েছে। তাই এখানে ধ্বনি বিপর্যাস হয়েছে।

এগুলি ছাড়াও আরো কয়েকটি ব্যঞ্জনধ্বনির রূপান্তর পরিলক্ষিত হয়। সমীভবনের বিপরীত প্রক্রিয়া হল বিষমীভবন। কোন শব্দের মধ্যে ব্যঞ্জনধ্বনি থাকলে উচ্চারণের সময় সেই ব্যঞ্জনধ্বনি পাল্টে গেলে সেই রীতিকে বিষমী ভবন বলে। যেমন: লাল > নাল, শরীর >শরীল।

ঘোষ ধ্বনির প্রভাবে অঘোষ ধ্বনি ঘোষ ধ্বনিতে পরিণত হলে

তাকে ঘোষীভবন বলে। যেমন: চাকদহ > চাগদা, আবার অঘোষধ্বনির প্রভাবে ঘোষধ্বনি আঘোষধ্বনিতে পরিণত হলে তাকে অঘোষীভবন বলে। যেমন- বড়ঠাকুর> বটঠাকুর,।

৯. যে প্রক্রিয়ায় অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনি মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনিতে রূপান্তরিত হয় তাকে মহাপ্রাণীভবন বলে। যেমন: লিচু > লিচ্ছু । যে প্রক্রিয়ায় অল্পপ্রাণ ধ্বনির প্রভাবে যখন মহাপ্রাণধ্বনি অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে পরিণত হয় তাকে অল্প প্রাণীভবন বলে। যেমন: বাঘ > বাগ,

১০. শব্দ মধ্যস্থ নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পাওয়ার সময় তার পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিটি আনুনাসিক হয়ে যায়। একেই নাসিক্যভবন বলে।যেমন : চন্দ্র > চাঁদ, দন্ত > দাঁত, এখানে প্রথম উদাহরণটিতে নাসিক্য ব্যঞ্জন লোপ পাওয়ার ফলে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনিকে দীর্ঘ এবং আনুনাসিককে পরিণত করেছে বলে নাসিক্য ভবন হয়েছে। অনেক সময় আবার নাসিক্য ধ্বনি ছাড়াই স্বরধ্বনি আনুনাসিক হয়ে যায়, এই প্রক্রিয়াকে স্বতো নাসিক্য ভবন বলে। যেমন : পুস্তক > পুঁথি, এখানে নাসিক্যব্যঞ্জন না থাকলেও আনুনাসিক হয়েছে বলে স্বতো নাসিক্যভবন হয়েছে।

মাগধী অপভ্রংশ অবহটরের মাধ্যমে যে ঐশ্বর্যশালী বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছিল সেই মোহময়ী আদরনীয় ভাষায় বিকাশের ক্ষেত্রে ধ্বনি পরিবর্তনের রীতি-নীতিও এই ভাষার মাধুর্য্যকে আরো সমৃদ্ধ করেছে। আসলে শব্দের উচ্চারনের কাঠিন্যকে সরলীকরনের মাধ্যমে সহজবোধ্যতার জন্যই এই ভাষা বহমান নদীর পবিত্র ধারার মতই সমানভাবে গ্রহনযোগ্য হয়ে উঠেছে।

REFERENCE

1) শ, ডঃ রামেশ্বর, সাধারন ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা বিভাগ, পুস্তক বিপনি, পৃষ্ঠা নং- ৪৭৮,

© 2026 সুবিনয় বর. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

২) তদেব, পৃষ্ঠা নং- ৪৮০,
3) চক্রবর্তী, ডঃ উদয় কুমার, চক্রবর্তী, নীলিমা, দেজ পাবলিশিং, পৃষ্ঠা নং- ১৬১,
4) শ, ডঃ রামেশ্বর, সাধারন ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা বিভাগ, পুস্তক বিপনি, পৃষ্ঠা নং- ৪৮১
5) মুখপাধ্যায়, ডঃ ভীষ্মদেব, মুখোপাধ্যায়, সৌম্য সুন্দর, প্রাক - মাধ্যমিক ভাষাভাবনা ও নির্মিতি, প্রান্তিক, পৃষ্ঠা নং - ১৩
6) চক্রবর্তী, ড: উদয় কুমার, চক্রবর্তী, নীলিমা, দেজ পাবলিশিং, পৃষ্টা নং-
7) শ, ডঃ রামেশ্বর, সাধারন ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা,. পুস্তক বিপনি, পৃষ্ঠা নং-
৪) চক্রবর্তী, ডঃ উদয় কুমার, পৃষ্ঠা নং- ১৬০
9) মজুমদার, পরেশচন্দ্র, বাঙলা বানানবিধি-, দেজ পাবলিশিং, পৃষ্ঠা নং-৭৬
10) শ, ডঃ রামেশ্বর - সাধারন ভাষাবিজ্ঞান,ও বাংলা ভাগ, পুস্তক বিপনি, পৃষ্ঠা নং: ৪৮৯,

Creative Commons License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution–Non-commercial–No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License. This license permits users to copy and redistribute the material in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and the source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted.

About the Corresponding Author

Subinay Bar is an independent writer and literary enthusiast from Falta. He is interested in Bengali literature, language, and cultural studies. Through his writings, he contributes to the preservation and promotion of regional literary traditions, social awareness, and cultural heritage in contemporary society.

© 2026 সুবিনয় বর. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/